ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের ১০-২০শ গ্রেডভুক্ত কর্মচারীদের সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ কোর্সের কোর্স মডিউল

স্থান
বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড
ঝিলংঝা, কক্সবাজার

স্থিতিকাল
২১-২৫ অক্টোবর, ২০২২ খ্রি.

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
POSTS & TELECOMMUNICATIONS DIVISION

বাস্তবায়নে
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০

সঞ্জীবনী কোর্স ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্য

কোর্স উপদেষ্টা : মোঃ মাহবুব-উল-আলম,
অতিরিক্ত সচিব (টেলিকম), ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

কোর্স পরিচালক : জনাব মোঃ আসলাম হোসেন
যুগ্মসচিব (প্রশাসন), ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

কোর্স সমন্বয়ক : জনাব হরিদাস ঠাকুর
উপসচিব (ডাক-১), ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

কোর্স সহযোগি : মোঃ জাকির হোসেন
প্রোগ্রামার, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

প্রশিক্ষণের ব্যাচ : ০২ (দুই)টি

অংশগ্রহণকারী : ৫১ জন (ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের ১০-২০শ গ্রেডভুক্ত কর্মচারী)

স্থিতিকাল : ০৫ (পাঁচ) দিন (২১-২৫ অক্টোবর ২০২২ এবং ১১-১৫ নভেম্বর ২০২২)

কোর্স অর্থায়ন : রাজস্ব তহবিল

কোর্স শ্লোগান : আমাদের দ্বারাই সম্ভব ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের ইতিবাচক ভাবমূর্তি গড়া
(We will Build Positive Image of PTD)

কোর্স মূল্যবোধ : একতা-সততা- সম্প্রীতি -পরিশ্রম- শৃঙ্খলা -আত্মবিশ্বাস ও সাফল্য।

কোর্স উৎসর্গ : ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সকল প্রাক্তন সহকর্মীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলিসহ...

কোর্স সঙ্গীত : আমরা করব জয়-আমরা করব জয়-আমরা করব জয় একদিন...

কোর্স বাণী : (ক) এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।—জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

(খ) The difference between what we do and what we are capable of doing would suffice to solve most of the world's problem. (আমরা যা করি এবং আমরা যা করতে পারি, তার মধ্যে যে তফাৎ তা দিয়ে পৃথিবীর অধিকাংশ সমস্যার সমাধান করা যায়।— মহাত্মা গান্ধী

(গ) You cannot change your future, but you can change your habits, and surely your habits will change your future. (তুমি তোমার ভবিষ্যৎ পরিবর্তন করতে পারবে না। কিন্তু তুমি তোমার অভ্যাসগুলো পরিবর্তন করতে পারবে এবং তোমার অভ্যাস পরিবর্তনই তোমার ভবিষ্যৎ পরিবর্তন করবে।)- এপিজে আবদুল কালাম, ভারতের প্রাক্তর রাষ্ট্রপতি।

সঞ্জীবনী কোর্সের মৌল প্রতিপাদ্য
আত্মসমালোচনা ও আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে জনসেবায় আত্মনিয়োগ

আত্মসমালোচনা ও আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে জনসেবায় আত্মনিয়োগ সম্পর্কে
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তব্য

---

(১) আত্মসমালোচনা ও আত্মশুদ্ধি:

দেশ শাসন করতে হলে নিঃস্বার্থ কর্মীর প্রয়োজন। হাওয়া-কথায় চলে না। সেদিন ছাত্ররা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। তাদের বলেছিলাম, আত্মসমালোচনা করো। মনে রেখো, আত্মসমালোচনা করতে না পারলে নিজকে চিনতে পারবা না। তারপর আত্মসংযম করো, আর আত্মশুদ্ধি করো। তাহলেই দেশের মঙ্গল করতে পারবা।

(১৮ জানুয়ারি ১৯৭৪, আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিলের উদ্বোধনী বক্তৃতা)

(২) জনসেবা:

সমস্ত সরকারি কর্মচারিকেই আমি অনুরোধ করি, যাদের অর্থে আমাদের সংসার চলে তাদের সেবা করুন। যাদের জন্য. যাদের অর্থে আজকে আমরা চলছি, তাদের যেন কষ্ট না হয়, তাদের দিকে খেয়াল রাখুন। একটা নিরপরাধ লোকের ওপরও যেন অত্যাচার না হয়। তাতে আল্লাহর আরশ পর্যন্ত কেঁপে উঠবে।

(১৯৭৫ সালের ১৫ জানুয়ারি ঢাকার রাজারবাগে পুলিশ লাইনসে প্রথম পুলিশ সপ্তাহের ভাষণে বক্তব্য)

সঞ্জীবনী কোর্স নির্দেশিকা

১.০০: প্রারম্ভিকা

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি মন্ত্রণালয়। এ মন্ত্রণালয় দেশের ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উনয়ন, পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ এবং এ সংশ্লিষ্ট বিবিধ আইন-বিধি-বিধান-প্রবিধান প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে থাকে।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের একটি ঐতিহ্যসম্পন্ন বিভাগ। এ বিভাগের স্টাফদের কর্মসংস্কৃতিতে ইতিবাচক গুণগত পরিবর্তনসাধনের জন্য নিয়মিতভাবে সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকে। এ ধারাবাহিকতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে বর্তমান সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। দুটি ব্যাচে এ বছরের সঞ্জীবনী কোর্স অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রথম ব্যাচের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হবে ২১-২৫ অক্টোবর এবং দ্বিতীয় ব্যাচের কোর্স অনুষ্ঠিত হবে ১১-১৫ অক্টোবর তারিখে।

২.০০: প্রশিক্ষণের উদ্দশ্যে

সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ কোর্সটি মানবসম্পদ উন্নয়নকল্পে একটি আত্মোন্নয়নমুখী (Pro-self development) ও সেবাধর্মী (Pro-service) মানসিকতা সৃষ্টির প্রশিক্ষণ কোর্স। মানবসম্পদ উন্নয়নে সফলতার লক্ষ্যে বর্তমান কোর্সের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হল:

(১) বিভাগের কাজের ধারা ও সরকারের সর্বশেষ নীতি সম্পর্কে ধারণা প্রদান।
(২) বাংলাদেশসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশে সেক্টরাল অগ্রগতির ধারা সম্পর্কে অবহিতকরণ।
(৩) কর্মচারিদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও অভিজ্ঞতা শেয়ারিং।
(৪) অফিস ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা প্রদান।
(৫) আত্মবিশ্বাস অর্জন ও বিশ্লেষণাত্মক ব্যুৎপত্তি লাভ।
(৬) প্রশিক্ষণার্থীদের দায়িত্ব সচেতনতা ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
(৭) দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন করে সৃজনশীলতা বৃদ্ধি করা।
(৮) পারস্পরিক সহমর্মিতা ও মিথস্ক্রিয়ায় উদ্বুদ্ধকরণ।
(৯) জনসেবামূলক মানসিকতা গঠনের উদ্দীপক জাগরিত করা।

৩.০০: প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা ও পদ্ধতি

(১) বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে কর্মচারিদের দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করা।
(২) প্রশিক্ষণার্থীদের চাহিদার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা।
(৩) প্রশিক্ষণ শুধুমাত্র লেকচার বেইজড না করে বাস্তবিক সমস্যা সমাধানের বিষয়ে পারস্পরিক সমস্যা/পরিস্থিতি সমাধানে গুরুত্ব প্রদান ।
(৪) শ্রেণি বক্তৃতা, মুক্ত আলোচনা ও অনুশীলন পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ প্রদান।
(৫) কাজের ধরন অনুযায়ী প্রশিক্ষণ সূচিতে পরিবর্তন আনয়ন।
(৬) প্রশিক্ষণে অংশকারীদের প্রত্যাশা অনুযায়ী কোর্স সূচি পরিবর্তনযোগ্য ।
(৭) পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া প্রশিক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
(৮) গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক স্থান সফরের ব্যবস্থা করা।
(৯) বিষয়ভিত্তিক রিভিউ সম্পাদন করা।
(১০) প্রতিটি অধিবেশন শেষে অিংশগ্রহণকারীদের অধিবেশনের শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে উপস্থাপন।
(১১) প্রতিদিনের অধিবেশন শুরুর পূর্বে পূর্ব দিনের প্রশিক্ষণের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা।
(১২) প্রশিক্ষণ শেষে ফলো আপ/ফিড ব্যাক গ্রহণ।

৪.০০: প্রশিক্ষণের কর্মসংস্কৃতি ও কর্মসংস্কৃতি রূপায়ণের কর্মকৌশল

প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে আমাদের কর্মসংস্কৃতি (Work Culture):

(১) আমরা পরস্পর বন্ধু ও সহযোদ্ধা।
(২) আমরা পরস্পরের প্রতি আস্থাশীল এবং শ্রদ্ধাশীল ।
(৩) আমাদের সেবাগ্রহীতা ও স্টেকহোল্ডারগণ আমাদের সর্বোচ্চ গুরুত্বের অধিকারী।
(৪) প্রতিষ্ঠানের ইতিবাচক ভাবমূর্তি গঠনই আমাদের কর্মের প্রধান দিক।
(৫) পারস্পরিক ও যৌথভাবে সম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াই আমাদের গতিময়তার মৌল কারণ।
(৬) আমরা সবাই জিতবো অথবা সবাই হারবো- এটাই আমাদের কর্মদর্শন।
(৭) কর্মপ্রণোদনা ও কর্মমূল্যায়ন আমাদের এগিয়ে যাবার পাথেয়।
(৮) নিজেদের জ্ঞানচর্চায় দক্ষ করে তোলা আমাদের ব্রত।
(৯) মূল্যবোধ চর্চা, পেশাদারিত্ব অর্জন এবং উচ্চতর দক্ষতা প্রদর্শনই আমাদের কর্মসংস্কৃতির মৌল দিক।

৫.০০: কর্মসংস্কৃতি রূপায়ণ কৌশল (Working Policy)

(১) আমরা আমাদের কর্মক্ষেত্রের সেবাগ্রগহীতা ও সহকর্মীদের সকল বক্তব্য সুন্দরভাবে শ্রবণ করবো।
(২) আমরা পারস্পরিক খোলামনে এবং সুস্পষ্টভাবে যোগাযোগ সম্পাদন করবো।
(৩)সহকর্মীদের ইতিবাচক, সৃজনশীল ও উদ্যোমী কর্মকান্ডকে প্রশংসা ও স্বীকৃতি প্রদান করবো।
(৪) আমরা আমাদের সেবাগ্রহীতা ও সহকর্মীদের প্রতি যথাযথভাবে যত্নশীল হবো।
(৫) পারস্পরিকভাবে আমরা জ্ঞানের আদান প্রদান করবো এবং নিজেকে জ্ঞাননির্ভর হিসেবে গড়ে তুলবো।
(৬) আমাদের কর্মসংস্কৃতি (Work Culture)ও মানস জগতে (Mind Setup) ইতিবাচক পরিবর্তন এনে প্রতিষ্ঠানের সেবা/প্রশিক্ষণ প্রদান সিস্টেম (Service Delivery System –SDS) কে গতিশীল ও দায়বদ্ধ করার মাধ্যমে সেবাপ্রত্যাশীদেরকে প্রদত্ত-:
    (ক) সঠিক সেবা (The Right Service);
    (খ) সঠিক পরিমাণে (In the Right Quantity);
    (গ) সঠিক গুণগত মানে (In the Right Condition);
    (ঘ) সঠিক স্থানে (In the Right Place);
    (ঙ) সঠিক সময়ে (At the Right Time);
    (চ) সঠিক ব্যয়ে (At the Right Cost)এবং
    (ছ) সঠিক পদ্ধতিতে (Through the Right Method) সরবরাহ নিশ্চিত করবো।

৬.০০: প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য প্রযোজ্য নিয়মাবলী/ শৃঙ্খলা বিধি

প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে/ ক্যাম্পাসে অবস্থানকালীন সময়ে প্রশিক্ষণার্থীগণকে নিম্নোক্ত নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে:

(১) অধিবেশনে সময়মত ও নিয়মিত উপস্থিত হতে হবে।
(২) হোষ্টেলের বিধিবিধান মেনে চলতে হবে।
(৩) সবসময় নেইম ব্যাজ ধারণ করতে হবে।
(৪) পরিবেশ ও শৃঙ্খলা বজায় রেখে চলাফেরা করতে হবে।
(৫) কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে ক্যাম্পাস ত্যাগ করা যাবে না।
(৬) অধিবেশন ও ক্যান্টিনে সংগতিপূর্ণ পোশাক পরিধান করতে হবে।

(৭) পারস্পরিক যথাযথ সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে।
(৮) কক্ষ ও ক্যাম্পাসের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে।
(৯) কথা-বার্তা ও চালচলনে সংযম প্রদর্শন করুন।
(১০) বয়োজ্যেষ্ঠদের আগমনে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।
(১১) বক্তার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করুন।
(১২) অনিবার্য কারণে শ্রেণিকক্ষের বাইরে যেতে হলে বক্তার অনুমতি নিয়ে যেতে হবে।
(১৩) অন্যের মতামতের প্রতি সহিষ্ণু হতে হবে।
(১৪) অধিবেশন চলাকালে শ্রেণিকক্ষে ঘুমানো যাবে না। পার্শ্ববর্তী সতীর্থদের সাথে কোন কথা বলা যাবে না এবং মুঠো ফোনে কথা বলা যাবে না এবং
(১৫) অধিবেশন শেষ হবার পর প্রশিক্ষণার্থীদের পক্ষ থেকে একজন নির্বাচিত সদস্য বক্তাকে ধন্যবাদ দেবেন।

৭.০০: খাবার ব্যবস্থাপনা

খাবার ব্যবস্থাপনা পরিচালনার জন্য সর্বোচ্চ গুণগত মান ও পদ্ধতি বজায় রাখা হবে। রান্নাঘর/ক্যান্টিন ও ডাইনিং হলের জন্য প্রযোজ্য নিয়মাবলী নিম্নরূপ:

(১) ডাইনিং টেবিল ও রান্না ঘরের পরিস্কার পরিচ্ছন্ন বজায় রাখুন।
(২) সময়সূচির আগে বা পরে খাবার সরবরাহ করা হবে না।
(৩) খাবার পরিবেশনকারীদের সাথে ভদ্র ব্যবহার করুন।
(৪) খাবার টেবিল বা কক্ষের দেওয়ালে পানের পিক বা থুথু ফেলা যাবে না।
(৬) পরিচারকদের প্রতি সহানুভূতিশীল আচরণ করুন।
(৭) প্লেটে হাত ধুবেন না। বেসিন ব্যবহার করুন।
(৮) অযথা পানির অপচয় করবেন না। হাত ধোবার পর পানির ট্যাপ ভালভাবে বন্ধ করুন।
(৯) অযথা গ্যাস ও বিদ্যুতের অপচয় রোধ করুন।
(১০) খাবারে উচ্ছিষ্টাংশ নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলুন।
(১১) কর্তৃপক্ষ ঘোষিত সময়ের পরে খাবার সরবরাহ করা হবে না।

৮.০০: প্রশিক্ষণের অতিরিক্ত কারিকুলাম/ কার্যাবলী

প্রশিক্ষণ কোর্সকে বিনোদনমুলক ও আকর্ষণীয় করার জন্য উদ্ভাবনীমূলক প্রযোজ্য পরিস্থিতির আলোকে নিম্নোক্ত কার্যাবলী গ্রহণ করা যেতে পারে :

(১) সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা আয়োজন।
(২) বিতর্ক প্রতিযোগিতা আয়োজন।
(৩) উদ্বোধনী অধিবেশনেই বেলুন ফুলানো/লাইফ পাজল সমাধান করানো। বিজয়ীকে চকলেট পুরস্কার প্রদান।
(৪) অধিবেশনের শুরুতেই Know Each Other- Ice Breaking করা।
(৫) প্যানডোরার বাক্স খোলা প্রতিযোগিতা।
(৬) 'দেয়ালিকা' প্রকাশ।
(৭) প্রতিদিন প্রতিটি ক্লাশ শেষে একজন/ দুজন/তিনকে যে কোন বিষয়ের উপর ২/৩ মিনিট বক্তব্য প্রদানের ব্যবস্থা করা।

৯.০০: প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মোন্নয়ন ও সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন

(১) মুক্তিযুদ্ধ-মা-মাটি ও মানুষ সম্পর্কে দায়বদ্ধতা সৃষ্টি করা।
(২) প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে প্রতিদিন কমপক্ষে একটি ভাল কাজ করা।
(৩) একটি মন্দ অভ্যাস পরিত্যাগ করা।
(৪) সম্মিলিতভাবে জীবনের একটি ইতিবাচক পরিবর্তন করার উদ্যোগ নেওয়া ।
(৫) অংশগ্রহণকারী কারো জন্মদিন/বিশেষ দিন থাকলে সেটা পালন করা ।

১০.০০: প্রশিক্ষণসূচি ও ব্যবস্থাপনা

তারিখ ও বার	সময়	অধিবেশন নং	কার্যক্রম/বিষয়	মন্তব্য/ব্যবস্থাপনা
২০/১০/২০২২ বৃহস্পতিবার	রাত ৮.০০	-	প্রশিক্ষণার্থীদের রেস্ট হাউজে আগমন ও অবস্থান	সংশ্লিষ্ট রেস্ট হাউজের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারি
	রাত ৯.০০	-	ডিনার	ক্যাফেটেরিয়া
২১/১০/২০২২ শুক্রবার	০৮.০০-৮.৩০	-	রেজিষ্ট্রেশন	কোর্স সহযোগি
	৮.৩০-৯.০০	-	আইসব্রেকিং ও ব্রিফিং	কোর্স পরিচালক/কোর্স সমন্বয়ক
	৯.০০-৯.৩০	১	বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা: ২০২১-২০৪১	কোর্স পরিচালক
	৯.৩০-১০.৫০	২	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ পরিচিতি	কোর্স সমন্বয়ক
	১০.৫১-১১.০০	-	হেলথ ব্রেক	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারি
	১১.০১-১৩.০০	৩	ই-গভর্ন্যান্স ও ইনোভেশন	কোর্স পরিচালক
	১৩.০১-১৪.০০	-	জুমআর নামাজ ও মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতি	-
	১৪.০০-১৭.০০	৪	ঐতিহাসিক স্থান/স্থাপনা পরিদর্শন	কোর্স পরিচালক/কোর্স সমন্বয়ক/কোর্স সহযোগি
	২০.০০-২১.০০	৫	উন্মুক্ত সেশনে জড়তা দূরীকরণ	কোর্স পরিচালক
	২১.০০-২২.০০	-	নৈশ ভোজ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারিবৃন্দ
	২২.০০-২৩.০০	-	মহাকাশ ভ্রমণে নিজেকে দেখা	কোর্স সমন্বয়ক
২২/১০/২০২২ শনিবার	৮.৩০-৯.০০	-	পূর্ব দিনের কার্যক্রম রিক্যাপিং	কোর্স পরিচালক/কোর্স সমন্বয়ক/কোর্স সহযোগি
	৯.০০-১০.৫০	৬	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল	কোর্স সমন্বয়ক
	১০.৫১-১১.০০	-	হেলথ ব্রেক	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারি
	১১.০১-১৩.০০	৭	দাপ্তরিক কাজে ভদ্রতা, শিষ্টাচার ও সেবাধর্মিতা	কোর্স পরিচালক
	১৩.০১-১৪.০০	-	নামাজ ও মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতি	-
	১৪.০১-১৭.০০	৮	মহেশখালি ভ্রমণ ও প্রকৃতি অবলোকন	কোর্স পরিচালক/কোর্স সমন্বয়ক/কোর্স সহযোগি
	২০.০০-২১.০০	৯	নিজেকে জানার যাদুর জগত	কোর্স সমন্বয়ক
	২১.০০-২২.০০	-	নৈশ ভোজ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারি
	২২.০০-২৩.০০	১০	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি	কোর্স পরিচালক/কোর্স সমন্বয়ক/কোর্স সহযোগি
২৩/১০/২০২২ রবিবার	৮.৩০	-	প্রবাল দ্বীপ সেন্ট মার্টিনের উদ্দেশ্যে যাত্রা	কোর্স পরিচালক/কোর্স সমন্বয়ক/কোর্স সহযোগি
	৯.০০-১১.০০	১১	আপেল জার্নি ও পেপসি জার্নিতে টিম বিল্ডিং	কোর্স সমন্বয়ক
	১১.০০-১৩.০০	১২	বিশাল সমুদ্রে নিজেকে উন্মুক্তকরণ	কোর্স পরিচালক/কোর্স সমন্বয়ক/কোর্স সহযোগি
	১৪.৩০	-	প্রবাল দ্বীপ সেন্ট মার্টিনে উপস্থিতি ও অবস্থান	কোর্স পরিচালক/কোর্স সমন্বয়ক/কোর্স সহযোগি

	১৫.০০-২৩.০০	-	প্রবাল দ্বীপ সেন্ট মার্টিনে পরিব্রাজক জীবন	-
২৪/১০/২০২২ সোমবার	৮.৩০	-	প্রবাল দ্বীপ সেন্ট মার্টিন থেকে কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে যাত্রা	কোর্স পরিচালক/কোর্স সমন্বয়ক/কোর্স সহযোগি
	৯.০০-১৩.০০	১৩	নীল সমুদ্রের বুকে পরিব্রাজক জীবন	কোর্স পরিচালক/কোর্স সমন্বয়ক/কোর্স সহযোগি
	১৪.৩০	-	কক্সবাজার উপস্থিতি	কোর্স পরিচালক/কোর্স সমন্বয়ক/কোর্স সহযোগি
	১৫.০০-১৭.০০	১৪	মেরিন ড্রাইভ ও ইনানী বিচ পরিদর্শন	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারি
	২০.০০-২২.০০	১৫	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং পুরস্কার/উপহার সামগ্রি প্রদান	কোর্স পরিচালক/কোর্স সমন্বয়ক/কোর্স সহযোগি
	২৩.০০	-	নৈশ ভোজ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারি
২৫/১০/২০২২ মঙ্গলবার	৮.৩০	-	পূর্ব দিনের কার্যক্রম রিক্যাপিং	কোর্স পরিচালক/কোর্স সমন্বয়ক/কোর্স সহযোগি
	৯.০০-১০.৫০	১৬	বাংলাদেশের ঐতিহাসিক পটভূমি, মহান মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা	কোর্স পরিচালক
	১০৫১-১১.০০	-	হেলথ ব্রেক	-
	১১.০০-১৩.০০	১৭	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের ঐতিহাসিক সম্পৃক্তি	কোর্স সমন্বয়ক
	১৪.০০-১৭.০০	-	সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ সমাপনী অনুষ্ঠান	কোর্স পরিচালক/কোর্স সমন্বয়ক/কোর্স সহযোগি
মন্তব্য	(১) প্রয়োজনের নিরিখে প্রশিক্ষণ সূচি পরিবর্তিত হতে পারে। (২) প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে স্থানীয়ভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ রিসোর্স পারসনদের আমন্ত্রণ জানানো হতে পারে।			

১১.০০: অংশগ্রহণকারীদের অঙ্গীকার (Commitments)

প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে এবং প্রশিক্ষণ শেষে সঞ্জীবনী কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দের অঙ্গীকারনামা:

(১) যথাযথ দক্ষতা ও দায়িত্বশীলতার সাথে নিয়মিত সেশনে উপস্থিত হয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবো।
(২) যথাসম্ভব দ্রুততার সাথে আমাদের কার্যাদি সম্পন্ন করবো।
(৩) যথাসময়ে অফিসে উপস্থিতিসহ সার্বক্ষণিক প্রতিষ্ঠানে অবস্থান নিশ্চিত করবো।
(৪)প্রতিষ্ঠানে আগত সেবাপ্রত্যাশী/প্রশিক্ষণার্থীদের সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি বিধানে আন্তরিক থাকবো।
(৫) নীতির মধ্যে থেকে প্রতিষ্ঠানে আগত ব্যক্তির সাথে সহযোগিতামূলক আচরণ করবো।
(৬) সেবাপ্রত্যাশী যে কোন ব্যক্তিকে যথাসম্ভব দ্রুত ও হয়রানিমুক্ত এবং আন্তরিক পরিবেশে বন্ধুসূলভ সেবা প্রদানে সচেষ্ট থাকবো।
(৭) নিজেকে জ্ঞান দ্বারা সমৃদ্ধ করবো এবং তা প্রতিষ্ঠানের কাজে ব্যবহার করে উন্নত সেবার মান নিশ্চিত করবো।
(৮) আইনের আওতার মধ্যে থেকে কাজ করবো এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মধ্য থেকে সুশাসন/শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবো।
(৯) প্রতিষ্ঠানের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা এবং প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবো।
(১০) ধুমপান করা ও মাদক গ্রহণ থেকে বিরত থাকবো।
(১১) সহকর্মীদের সাথে বন্ধুসূলভ ও আন্তরিক ব্যবহার করবো এবং পরনিন্দা ও পরচর্চা থেকে নিজেকে বিরত রাখবো।
(১২) নিজে দূর্নীতি করবো না এবং দূর্নীতিকে প্রশ্রয়ও দেবো না।

১২.০০: কতিপয় নির্দেশনা

(১) সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণের জন্য সবাইকে ইতিবাচক মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ হতে হবে।
(২) পরিস্থিতিগত কারণে ভ্রমণসূচি ও কার্যক্রম পরিবর্তিত হতে পারে।
(৩) কোর্স প্রশাসনের সিদ্ধান্ত আবশ্যিকভাবে সবাইকে মেনে চলতে হবে।
(৪) কোনো প্রশিক্ষণার্থী অসদাচরণ করলে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষ বরাবর সুপারিশ করা হবে।
(৫) সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবাহারের ক্ষেত্রে কোর্স কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে

হবে।

(৬) সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণকে গুণগত মানসম্পন্ন, উদ্দীপনামূলক, ফলপ্রসু ও কার্যকর, উপভোগ্য, আনন্দদায়ক,শিক্ষামূলক, বিনোদনধর্মী, অফিস ও জীবনধর্মী এবং প্রায়োগিক করার জন্য সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ একান্ত কাম্য।

সংযুক্তি: ০১

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের ইতিবৃত্ত

(হরিদাস ঠাকুর)
উপসচিব
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
মোবাইল: ০১৫৫০১৫৩৬৯১/০১৭১২০০৫২১৪
ই-মেইল: srslbs4667@gmail.com

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি মন্ত্রণালয়। এ মন্ত্রণালয় দেশের ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উনয়ন, পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ এবং এ সংশ্লিষ্ট বিবিধ আইন-বিধি-বিধান-প্রবিধান প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে থাকে।

আধুনিক ভারতের বর্তমান ডাকঘর ও টেলিগ্রাফ পদ্ধতির প্রবর্তক লর্ড ডালহৌসি (জীবনকাল: ১৮১২-১৮৬০; ভারতের গভর্নর হিসেবে কর্মকাল: ১৮৪৮-১৮৫৬)। তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির স্বার্থে সংযুক্ত বিশাল ব্রিটিশ ভারতে রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি বৃদ্ধি এবং প্রতিরক্ষা ও দেশরক্ষার জন্য আইন পরিষদ ছাড়াও ডাক, তার ও রেল যোগাযোগের ভিত্তি স্থাপন করেন। তাঁর আমলে টেলিগ্রাফ যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং এর সঙ্গে ডাক ব্যবস্থারও উন্নয়ন সাধন করা হয়। ডালহৌসি ডাক বিভাগের সংস্কার, কলকাতা হতে আগ্রা পর্যন্ত প্রথম টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা ও পেনী পোস্টকার্ড ব্যবস্থা চালু করেন। ডালহৌসি সড়ক ও সরকারি ভবন নির্মাণ ও তদারকির জন্য অযোগ্য 'মিলিটারি বোর্ড' বাতিল করে 'পাবলিক ওয়ার্কস বিভাগ' (PWD) গঠন করেন। তাঁর ২১ এপ্রিল ১৮৫৪ এর ঘোষণা ১ মে ১৮৫৪ তারিখে গৃহীত হয়। এসব আইন দ্বারাই ১৮৫৪ সালে বর্তমান ডাক, তার, রেল ও সড়ক যোগাযোগের ইতিহাসে নতুন এক যুগের সূচনা হয়। [সূত্র: ডাক ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ, এস এস ভদ্র, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৮, পৃষ্ঠা নং ৭৯]

দেশ বিভাগের আগ পর্যন্ত ব্রিটিশ প্রবর্তিত ডাক ও তার সম্পর্কিত ব্যবস্থাপনা বহাল থাকে। সে সময় পর্যন্ত ডাক ও তার বিভাগ 'ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগ' (Indian Posts and Telegraphs Department) নামে পরিচিত ছিল। এর স্বপক্ষে একটি প্রমানের কথা উল্লেখ করা যায়। মহাকবি কায়কোবাদ ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ থানার আগলা ডাকঘরের পোস্টমাস্টার ছিলেন। তিনি স্বহস্তে একটি দাপ্তরিক চিঠি লিখেছিলেন ২৫শে জুন, ১৯৪৪ তারিখে। উক্ত চিঠির লেটার হেডে **Indian Posts and Telegraphs Department** লেখা রয়েছে।

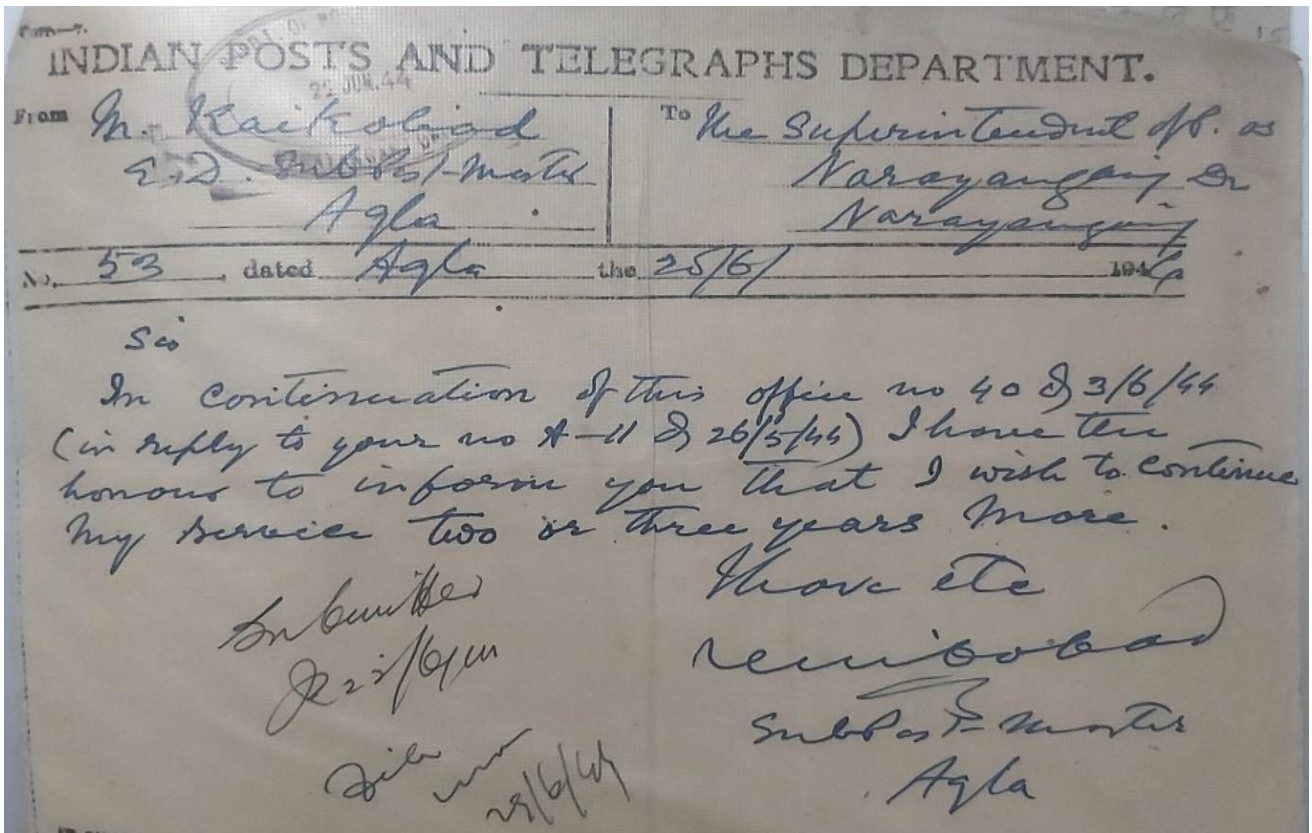

INDIAN POSTS AND TELEGRAPHS DEPARTMENT.

From M. Kaikobad, E.D. Sub Post-Master, Agla

To The Superintendent of P.O.s Narayanganj Dn Narayanganj

No. 53 dated Agla the 25/6/ 1944

Sir

In continuation of this office no 40 d/ 3/6/44 (in reply to your no A—11 d/ 26/5/44) I have the honour to inform you that I wish to continue my service two or three years more.

I have etc

Kaikobad

Sub Post-Master

Agla

পাকিস্তান আমলে ব্রিটিশ সিস্টেম সামান্য সংশোধন সাপেক্ষে চালু থাকে। ১৯৭১ সালের মে মাসের শেষের দিকে মুজিবনগর সরকার পূর্ণোদ্যমে কাজ শুরু করেন। তাদের একটি কার্যালয় কলিকাতার ৮ নং থিয়েটার রোডে (অধুনা শেক্সপিয়ার সরণী) স্থাপিত হয়। এই ভবনের একটি কক্ষে পরিবহন ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের কার্যালয় স্থাপিত হয়। ডাক ও টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর এই মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে ১৯৭১ সালে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ গঠন করা হয়। ১৯৮৩ সালের ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের একটি পত্রে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনে অত্র বিভাগের অবস্থান সম্পর্কে জানা যায়:

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF ... DESH
MINISTRY OF COMMUNICATIONS
POST & TELECOMMUNICATION DIVISION
SECTION-I.

No. PT/Sec-I/IE-I/81- Dated: _____1983.

From: Md. Rafiqul Islam
Section Officer.

To : The Accountant General (Civil)
Bangladesh, Dhaka.

In pursuance of the recommendation of the M.L. Committee on the re-organisational set up of Ministries/Divisions I am directed to abolish the marginally noted posts created for post & Telecommunication Division, Ministry of Communication.

	Name of Post	Number of Post	With effect from.
1.	Joint Secy. **	I	27.8.82
2.	Typist(Created vide G.O.No.MPT/ GEN/IE-4/72-238 dt.13.7.72	2	31-12-82 -do-
3.	Jamader	I	
4.	L.D.A./R.K.	8	
5.	Daftary	1	
6.	M.L.S.S.	4	

This has got the approval of ~~D.F.A.~~ the Ministry of Finance, Planning, Finance Division.

Your obedient servant,

(Md. Rafiqul Islam)
Section Officer.

পরবর্তীকালে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ মন্ত্রণালয়ে উন্নীত হয়। ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ খ্রি. তারিখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়কে একীভূত করে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করা হয়। । [Amended vide S.R.O NO. 24 & 25-Law/2014, Dated 10th February 2014]. এ মন্ত্রণালয়ের একটি বিভাগ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ।

বর্তমানে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে দুটি বিভাগের মাধ্যমে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য-প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ দুটি বিভাগ হলো:

(১) ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং
(২) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।

(১) ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ:

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি বিভাগ। এ বিভাগের রয়েছে সুদীর্ঘ ইতিহাস। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের পূর্বাপর ইতিহাস অনুসন্ধানে জানা যায় যে, স্বাধীনতার পরে প্রাথমিকভাবে এ বিভাগ যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ছিল। [Source: Report of the Martial Law Committee on Organisational setup Phase II(Departments and Other Organisations uunder them) Volume IX (Ministry of Communications) Part 3 (Posts and Telecommunications Division) Chapter 1 Director General of Bangladesh Post Office, May 1983]. ধারাবাহিক পরিবর্তনের মাঝ দিয়ে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় হিসাবে উন্নীত হয়। [উৎস: ২০০০, ২০০১ ও ২০০৯ সালে সালে জারিকৃত পত্র]

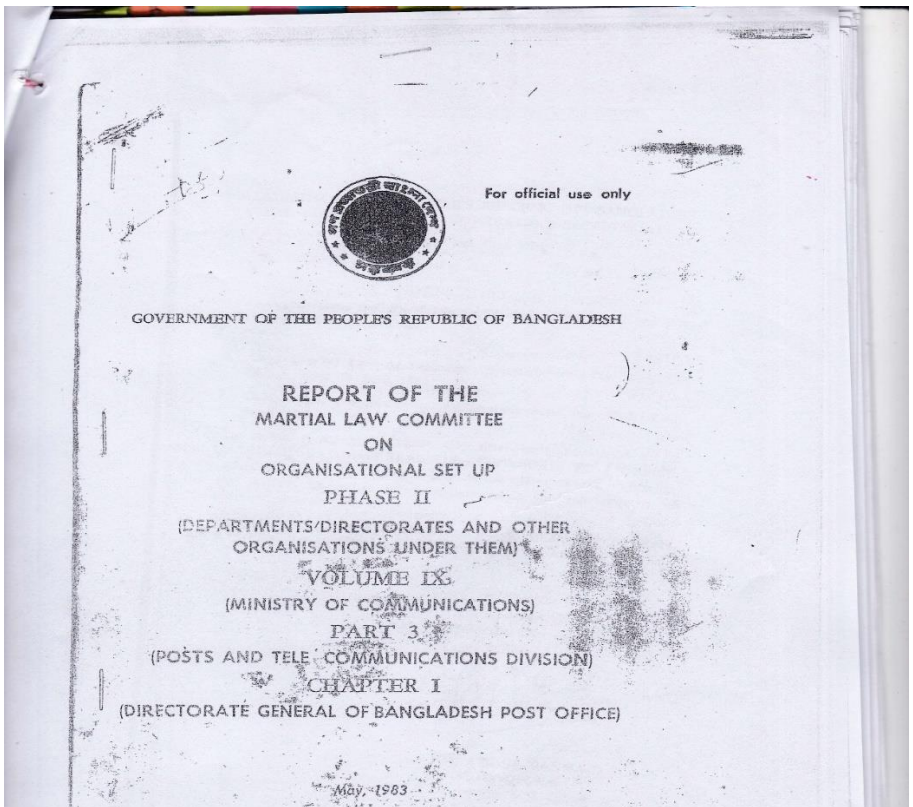

For official use only

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

REPORT OF THE
MARTIAL LAW COMMITTEE
ON
ORGANISATIONAL SET UP
PHASE II
(DEPARTMENTS/DIRECTORATES AND OTHER
ORGANISATIONS UNDER THEM)
VOLUME IX
(MINISTRY OF COMMUNICATIONS)
PART 3
(POSTS AND TELE COMMUNICATIONS DIVISION)
CHAPTER I
(DIRECTORATE GENERAL OF BANGLADESH POST OFFICE)

May, 1983

(২) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগঃ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ইতিহাস অনুসন্ধান করে জানা যায়, ২০০২ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি' মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে 'বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি' মন্ত্রণালয় করা হয়। । আইসিটি সেক্টরের কার্যক্রমকে তরান্বিত করতে ৩০ এপ্রিল ২০১১ খ্রি. তারিখে 'বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি' মন্ত্রণালয়ের অধীন 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ' গঠন করা হয়। ৪ ডিসেম্বর ২০১১ খ্রি. তারিখে সরকার এ বিভাগকে 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি' মন্ত্রণালয়ে উন্নীত করে। [Amended vide S.R.O NO. 364 & 365-Law/2011, Dated 4th December 2011]. তথ্য প্রযুক্তি উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ খ্রি. তারিখে 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়' এবং 'ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়'কে একীভূত করে 'ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়' সৃষ্টি করা হয়। । [Amended vide S.R.O NO. 24 & 25-Law/2014, Dated 10th February 2014].এই মন্ত্রণালয়ের অধীনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ সৃষ্টি করা হয়।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ সরকারের ডাক অধিদপ্তর এবং টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর বিষয়ক কার্যক্রম তদারকি ও সমন্বয় করে থাকে। এ দুটি অধিদপ্তরের ইতিবৃত্ত নিম্নরূপ:

(ক) ডাক অধিদপ্তরের ইতিবৃত্তঃ

ভারতবর্ষে ঘোড়ার ডাকের প্রচলন করেছিলেন শেরশাহ। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে উপমহাদেশে প্রথম ডাক সার্ভিস চালু করা হয় ১৭৭৪ সালে। ব্রিটিশ ভারতে প্রথম ডাক বিভাগের কার্যক্রম শুরু হয় ১৮৫৪ সালে। স্থায়ীভাবে প্রথম ডাক টিকেট চালু করা হয় সিন্ধুতে ১৮৫২ সালে। সর্বভারতীয়ভাবে ডাক টিকেট চালু হয় ১৮৫৪ সালে। উপমহাদেশে রেলওয়ে ডাক চালু হয় ১৮৫৩ সালে। পোস্ট কার্ড ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয় ১৮৭৯ সালে। পোস্টাল অর্ডার সার্ভিস চালু হয় ১৮৮১ সালে। পোস্টাল ব্যাংক সার্ভিস চালু হয় ১৮৮২ সালে এবং বিমান ডাক চালু হয় ১৯১১ সালে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ১৯৪২ সালে অবিভক্ত ভারতে আসাম-বেঙ্গল পোস্টাল সার্ভিস প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের সাউথ হাউজে আসাম বেঙ্গল পোষ্টাল সার্কেলের পোস্ট মাস্টার জেনারেলের সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৫ সালে ঢাকার সদরঘাটে স্থাপন করা হয় জিপিও। ১৯৫০ সালে ঢাকার জিরো পয়েন্টে ঢাকার জিপিও স্থানান্তরিত হয়। ডাক বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, গুলিস্তানে ১৯৬২-৬৩ সালে অপারেশনাল কার্যক্রমের লক্ষ্যে তিন তলা ভিত্তির উপর নির্মিত হয় বর্তমান জিপিও ভবন। স্বাধীনতার পর ১৯৭১ সালের ২০ ডিসেম্বর ডাক অধিদপ্তর গঠিত হয়। ২০২১ সালের ২৭ মে আগারগাঁওতে নবনির্মিত ডাকভবনে ডাক অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় স্থানান্তরিত হয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক উদ্বোধনের মাধ্যমে।

(খ) টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের ইতিবৃত্তঃ

১৮৫৩ সালে ব্রিটিশরা ভারতবর্ষে টেলিগ্রাফ বোর্ড চালু করে। প্রায় এক শতাব্দী পরে ১৯৬২ সালে সেই বোর্ড পাকিস্তান টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বোর্ড হয় এবং বাংলাদেশে স্বাধীনতার পরপরই ধারাবাহিকভাবেই টেলিফোন খাতের ন্যুণতম প্রয়োজন মেটানোর মতো এর অব্যাহত যাত্রা চালু থাকে। ১৯৬২ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে টেলিগ্রাফ শাখাটি পাকিস্তান টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোন বিভাগ হিসাবে পুনর্গঠন করা হয়েছিল।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে ১৯৭১ সালে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোন বিভাগ স্থাপন করা হয়েছিল। এটি টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোন বোর্ড অধ্যাদেশ, ১৯৭৫ এর প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে 'টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোন বোর্ড' নামের একটি কর্পোরেট সংস্থায় রূপান্তরিত করা হয়েছিল। The Bangladesh Telegraph and Telephone Board Ordinance, 1979 এর বিধান অনুসারে বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড (বিটিটিবি) গঠিত হয়। পরবর্তীতে ২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় বিটিটিবিকে বিলুপ্ত করে কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর অধীনে যথাক্রমে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল) এবং বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল) গঠন করা হয়। বিটিটিবি বিলুপ্ত হওয়ায় এর বিভিন্ন গ্রেডের পদসমূহের মধ্য থেকে ২৩৮টি স্থায়ী এবং ৭,৫৩৬টি পর্যায়ক্রমে বিলোপ যোগ্য পদসহ রাজস্ব খাতে সর্বমোট ৭,৭৭৪টি পদ নিয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের (স্মারক নং-০৫.১৫৬.০১৫.০৪.০০.০২৩.২০১০-২০৩, তারিখ: ১৪ নভেম্বর ২০১৩) ও অর্থ বিভাগের (স্মারক নং-০৭.০০.০০০০.১৬৩.১৪.০৩৪.১৪-৭৬, তারিখ: ১৬ এপ্রিল ২০১৪) সম্মতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অনুমোদনক্রমে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের প্রজ্ঞাপন নং ১৪.০০.০০০০.০০৮.২২.০০২.১৩ (অংশ)-২৭৯, তারিখ: ২৫ জুন ২০১৫ খ্রিঃ মোতাবেক ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীনে "টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর" "[Department of Telecommunications (DoT)]" সৃজিত হয়। টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর সৃজনের প্রেক্ষিতে বিলুপ্ত বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড (বিটিটিবি)-এর জন্য সৃজিত সর্বমোট ১৯,০২৯ (উনিশ হাজার উনত্রিশ)টি পদের মধ্যে ১১,২৫৫ (এগার হাজার দুইশত পঞ্চান্ন)টি পদে কোন জনবল কর্মরত না থাকায় উক্ত পদসমুহ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের আরেকটি প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের আওতাধীন ডাক সেক্টর ও টেলিকম সেক্টরে ১০ (দশ) টি দপ্তর/সংস্থা রয়েছে। এগুলোর ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

(ক) বিটিসিএল: ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড (বিটিটিবি) হিসেবে কোম্পানিটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। জুলাই ১, ২০০৮ সালে বিটিটিবিকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি করা হয় এবং বিটিসিএল হিসেবে নামকরণ করা হয়।

(খ) **বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি):** বাংলাদেশের একটি স্বাধীন কমিশন, যা বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ এবং টেলিযোগাযোগ সেবা নিয়ন্ত্রণের নিমিত্তে কাজ করে থাকে। এটি *বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৮ নং আইন)* দ্বারা গঠিত হয়। ৩১ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে বিটিআরসি যাত্রা শুরু করে। বিটিআরসি বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত বিষয়াবলী যেমন, সেলুলার নেটওয়ার্ক, পিএসটিএন, কৃত্রিম উপগ্রহ এবং ক্যাবল ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

(গ) টেলিটক বাংলাদেশ: বাংলাদেশ টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ বোর্ডের মোবাইল নেটওয়ার্ক পরিসেবা প্রকল্প হিসেবে টেলিটক প্রথমে "বিটিটিবি বি-মোবাইল" নামে আত্মপ্রকাশ করে। কোম্পানি আইন-১৯৯৪ মোতাবেক ২০০৪ সালের ২৬ ডিসেম্বর এটি যাত্রা শুরু করে। পরবর্তীতে এটি "টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড" নামে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে যাত্রা শুরু করে এবং ব্র্যান্ড নাম পরিবর্তন করে "টেলিটক" নামধারণ করে। এটি বাংলাদেশের একটি জিএসএম, জিপিআরএস, ৩জি ও ৪জি ভিত্তিক রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক কোম্পানি।

(ঘ) মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ: অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিকভাবে কুরিয়ার সার্ভিসকে যুগোপযোগী ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক কুরিয়ার সার্ভিসের সাথে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশে কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ গঠন করা জরুরী হয়ে পড়ে। এ উদ্দেশ্যে ২০১০ সালে দি পোস্ট অফিস অ্যাক্ট ১৮৯৮ এর ধারা ৪ এবং ধারা ৮ সংশোধনপূর্বক কুরিয়ার সার্ভিস ব্যবসা পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও মানোন্নয়নের জন্য লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ গঠনের বিধান সংযোজন করে " মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস বিধিমালা ২০১৩" প্রণীত হয়। এ বিধিমালার আলোকে ২০১৩ সালে মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ যাত্রা শুরু করে।

(ঙ) বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড (বাকেশি): গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ নিয়ন্ত্রিত একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান। ১৯৬৭ সালের তৎকালীন পাকিস্তান সরকার এবং পশ্চিম জার্মানীর M/S. Siemens A.G. এর যৌথ উদ্যোগে খুলনার শিরোমণি শিল্প এলাকায় ভৈরব নদীর পাড়ে Cable Industries of Pakistan নামে এই প্রতিষ্ঠানটি খুলনায় স্থাপিত হয়। ৮ মে ১৯৬৭ তারিখে এ প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। ১৯৭২ সাল থেকে এ প্রতিষ্ঠানটি বাণিজ্যিক ভাবে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন টেলিযোগাযোগ কপার ক্যাবল উৎপাদন করে দেশের ১০০% চাহিদা পূরণ করে আসছে। ১৯৭৩ সালের ২৪ এপ্রিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুমোদনক্রমে প্রতিষ্ঠানটি 'বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড' নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

(চ) টেলিফোন শিল্প সংস্থা (টিএসএস): প্রাথমিকভাবে ১৯৬৭ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার এবং পশ্চিম জার্মানীর M/S. Siemens A.G. এর মধ্যে একটি যৌথ উদ্যোগ চুক্তির অধীনে "টেলিফোন ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন" নামকরণের সাথে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

১৯৭৩ সালের ২৪ এপ্রিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুমোদনক্রমে প্রতিষ্ঠানটি 'টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড (টিএসএস)' নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

(ছ) বাংলাদেশ কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট কোম্পানী লিমিটেড (বিসিএসসিএল): ২০১৭ সালের ১৫ আগস্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলঅইট-১ এ প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ ফ্রান্সের থ্যালেস এলেনিয়া স্পেস নামক একটি প্রতিষ্ঠান প্রস্তুত করেছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের স্পেসএক্স নামক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মহাকাশে উৎক্ষেপণ করা হয়। এটিই বাংলাদেশের প্রথম নিজস্ব ও পরিচালিত কৃত্রিম উপগ্রহ। এ কৃত্রিম উপগ্রহটি গাজীপুর ও রাঙ্গামাটির বেতবুনিয়াতে অবস্থিত উপগ্রহ ভু-কেন্দ্রের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।

(জ) বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল): রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে ২০০৮ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশ সরকারের ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনে আত্মপ্রকাশ করে। বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানী লিমিটেড সি-মি-উই ৪ এবং সি-মি-উই ৫ নামক দুটি আন্তর্জাতিক সাবমেরিন কেবল কনসোর্টিয়ামের সদস্য। যেটি বাংলাদেশে সাবমেরিন ক্যাবলের অধিক ক্ষমতা ও পর্যাপ্ততা নিশ্চিত করে। বর্তমানে সি-মি-উই ৪ এবং সি-মি-উই ৫ কেবলদ্বয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের ইন্টারনেট এবং আন্তর্জাতিক ভয়েস ট্র্যাফিক চলছে। সি-মি-উই ৪ এর জন্য বিএসসিসিএল-এর কেবল ল্যান্ডিং স্টেশন রয়েছে কক্সবাজারে। সি-মি-উই ৫ এর জন্য বিএসসিসিএল-এর ল্যান্ডিং স্টেশন চালু হয়েছে পটুয়াখালীর কুয়াকাটাতে। সংস্থাটির প্রধান কার্যালয় ঢাকা শহরে অবস্থিত। তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবলের সাথে বাংলাদেশের সংযুক্তির কার্যক্রম গ্রহণ করেছে বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল)।

বাংলাদেশের ডাক ও টেলিযোগাযোগ সেক্টরের ক্রমবিকাশের ইতিবৃত্ত:

1774: প্রাতিষ্ঠানিকভাবে উপমহাদেশে প্রথম ডাক সার্ভিস চালু করা হয়
1852: স্থায়ীভাবে প্রথম ডাকটিকিট চালু হয় সিন্ধুতে
1853: পোস্ট এবং টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেন্ট এর অধীনে টেলিগ্রাফ শাখা গঠিত হয়
1853: উপমহাদেশে রেলওয়ে ডাক চালু হয়
1854: ব্রিটিশ ভারতে ডাক বিভাগের কার্যক্রম চালু হয়
1854: সর্বভারতীয় ডাকটিকিট চালু করা হয়
1879: পোস্ট কার্ড ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়
1881: পোষ্টাল অর্ডার সার্ভিস চালু হয়
1882: পোস্টাল ব্যাংক সার্ভিস চালু হয়
1885: The Telegraphy Act, 1885 জারিকরণ
1898: The Post Office Act 1898 জারীকরণ
1911: বিমান ডাক চালু হয়
1900 : Postal Manual প্রণয়ন করা হয়:

-1947: (1) Post Office Manual Volume I, (Legislative Enactments): Reprinted in January, 1978
(2) Posts, Telegraphs and Telephones Initial Account Code Volume I General Account Code:Second edition 1971, Reprinted in July, 1977
(3) Posts and Telegraphs Manual Volume II (General Regulations): First Edition (Corrected up to 1st September 1950)
(4) Post Office Manual, Volume III: "Schedule of Administrative Powers of Officers of the Bangladesh Post Office"(Reprinted in January, 1978)
(5) Posts and Telegraphs Manual Volume IV (Establishments): First Edition (Corrected up to 1st August, 1952)
(6) Post Office Manual Volume VI (Post Office): Reprinted in July, 1977
(7) Post Office Manual Volume VII, (Railway Mail Services): First Edition (Reprinted in January, 1978)
(8) Post Office Manual Volume VIII,(Post Office and Railway Mail Service Supervising Officers): First Edition (Reprinted in 1977)
(9) Post Office Manual, Volume IX (Postal Training): First Edition, 1968

(10) Posts, Telegraphs and Telephones Initial Account Code Volume I General Account , Code Second Edition, 1971

1933: The Wireless Telegraphy Act, 1933 জারিকরণ
1942: আসাম বেঙ্গল পোস্টাল সার্ভিস চালু হয়
1945: ঢাকার সদরঘাটে জিপিও স্থাপিত হয়
1950: গুলিস্তানের জিরো পয়েন্টে জিপিও স্থানান্তরিত হয়
1962: অপারেশনাল কার্যক্রমের লক্ষ্যে তিনতলা ভিত্তির উপর জিরো পয়েন্টের বর্তমান জিপিও ভবন নির্মিত হয়
1962: পূর্ব পাকিস্তান টেলিগ্রাফ শাখাটি পাকিস্তান টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বিভাগ হিসেবে গঠিত হয়
1967 : ৮ মে বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড, খুলনা-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়
1967: টেলিফোন শিল্প সংস্থা (টেশিস) লিমিটেড এর প্রতিষ্ঠা
1971: ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের দু'জায়গায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টেলিফোনের কথা উল্লেখ করেন
1971: ২৬ মার্চ বিটিটিবির টেলিগ্রাফের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা প্রকাশ
1971: পোস্ট ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বিভাগ পুনর্নির্মিত
1971: ১৯৭১ সালের ৬ মে যশোরের শার্শা উপজেলার অধীন সীমান্ত সংলগ্ন গ্রাম কাশিপুর-এ মুজিবনগর সরকার কর্তৃক প্রথম পোস্ট অফিস স্থাপন করা হয়।
1971: ১৯৭১ সালের ২৯ জুলাই ডিজাইনার বিমান মল্লিকের নকশায় মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রবাসী সরকার কর্তৃক বাংলাদেশের প্রথম ডাকটিকিট (৮টি ডাকটিকিটের ১টি সেট) প্রকাশিত হয়।
1971: ২০ ডিসেম্বর ডাক অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়।
1973: বঙ্গবন্ধুর অসামান্য দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বের ফলে বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি ১৪৭তম রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্ব ডাক সংস্থা Universal Postal Union-UPU-এর সদস্যপদ লাভ করে।
1973: ২৪ এপ্রিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'বাংলাদেশ টেলিফোন শিল্প সংস্থা' ও 'বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প সংস্থা' গঠনের অনুমোদন প্রদান করেন
1973: ৪ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ International Telecommunication Union (ITU)-এর সদস্যপদ লাভ করে।
1975: ১৪ জনু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বেতবুনিয়া উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র উদ্বোধন
1975: ৩ জুলাই ১৯৭৫ তারিখে জাতির পিতা মহামান্য রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডাক বিভাগের পৃথক প্রকৌশল শাখা প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত দেন।
1975: টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বোর্ড অধ্যাদেশ-১৯৭৫ এর প্রজ্ঞাপন বলে টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বোর্ড গঠন করা হয়
1979: টেলিকম এবং ওয়ারলেস পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্যে টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বোর্ড অধ্যাদেশ-১৯৭৫ এর প্রজ্ঞাপন বলে লাইসেন্স প্রদান সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বোর্ড (BTTB) গঠন করা হয়
1979: বাংলাদেশ Asia Pacific Telecommunity (APT)-এর সদস্যপদ লাভ করে।
1981: বাংলাদেশে ডিজিটাল টেলেক্স এক্সচেঞ্জ হয়
1983: স্বয়ংক্রিয় ডিজিটাল ITX ঢাকায় শুরু হয়
1985: ধাতব মুদ্রায় চালিত টেলিফোন সেবা BTTB দ্বারা বাংলাদেশে চালু
1989: GENTEX টেলিগ্রাফ বার্তা পরিষেবা বাংলাদেশে চালু
1989: বাংলাদেশ গ্রামীণ টেলিকম কর্তৃপক্ষ (Bangladesh Rural Telecom Authority) 200 উপজেলায় এক্সচেঞ্জ পরিচালনার লাইসেন্স পায়
1989: Sheba Telecom ১৯৯টি উপজেলায় এক্সচেঞ্জ পরিচালনার লাইসেন্স পায়
1989: সেলুলার মোবাইল ফোন কোম্পানি হিসেবে প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিফোন লিমিটেড এবং বাংলাদেশ টেলিকম লাইসেন্স পায়
1995: কার্ড পদ্ধতির টেলিফোন সেবা প্রতিষ্ঠান BTTB এবং TSS দ্বারা চালু
1995: ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় (MoPT) এ BTTB রেগুলেটরি ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়
1995: ২য় এবং ৩য় ITX ঢাকায় ইনস্টল করা হয়
1996: গ্রামীণফোন সেলুলার মোবাইল টেলিফোন লাইসেন্স পায়
1996: টেলিকম মালয়েশিয়া ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ সেলুলার মোবাইল লাইসেন্স পায়
1998: National Telecommunication Policy, 1998 প্রনীত হয়
2000: গ্লোবাল টেলিকম সার্ভিস (GTS), ব্রিটিশ Teleco সঙ্গে টেলেক্স বিনিময় শুরু করে
2001: বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ প্রণীত হয়
2002: ৩১ জানুয়ারি বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) স্থাপন করা হয়
2002: আইসিটি নীতি প্রণীত হয়
2002: বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় করা হয়।
2004: ২৬ ডিসেম্বর টেলিটক বাংলাদেশের যাত্রা শুরু

2004: টেলিটক সেলুলার মোবাইল চালু
2005: মিশর ভিত্তিক ওরাসকম টেলিকম Sheba টেলিকমকে কিনে নেয়
2006: NGN চালু করল BTTB
2006: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ প্রণীত হয়
2008: ১ জুলাই BTTB ১০০% সরকারী মালিকানাধীন শেয়ার নিয়ে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ কোম্পানি লিমিটেড (BTCL) এ রূপান্তরিত হয়
2008: বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল) গঠন করা হয়।
2008: জাপানি NTT ডোকোমো Aktel এর ৩০ শতাংশ পণ্য কিনে নেয়
2008: Universal Postal Union (UPU) নির্বাচনে বাংলাদেশ Council of Administration (CA) এর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজয়ী হয়
2009: Bharti এয়ারটেল ওয়ারিদ টেলিকম এর ৭০ শতাংশ পণ্য কিনে নেয়
2009: জাতীয় ব্রডব্যান্ড নীতিমালা ২০০৯ প্রনীত হয়
2009: ইন্টারনেট প্রোটোকল টেলেফোনি সার্ভিস প্রোভাইডার (IPTSP) অপারেটর চালু হয়
2009: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সংশোধন) আইন, ২০০৯ প্রণীত হয়
2010: বাংলাদেশ ২০১০ সালে মেক্সিকোতে PP-10 এ সর্বপ্রথম কাউন্সিল সদস্য পদে নির্বাচিত হয়
2010: The Post Office (Amendment) Act 2010 জারীকরণ
2010: বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ (সংশোধন) আইন, ২০১০ প্রণীত হয়
2011: ৩০ এপ্রিল বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ গঠন করা হয়
2011: ৪ ডিসেম্বর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে উন্নীত করা হয়
2012: ১৪ অক্টোবর ৩ G মোবাইল টেলিফোন প্রযুক্তির পরীক্ষামূলক বাণিজ্যিক ব্যবহার (Commercial Testing) উদ্বোধন
2012: Universal Postal Union (UPU) নির্বাচনে বাংলাদেশ Council of Administration (CA) এর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজয়ী হয়
2013: "মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস বিধিমালা ২০১৩" –এর আলোকে মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ যাত্রা শুরু করে।
2013: বিশ্ব ডাক সংস্থা Universal Postal Union (UPU) আয়োজিত ৪২তম পত্র লিখন প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের মেয়ে নাজিফা ফারহাত হাই দ্বিতীয় অবস্থান দখল করে রৌপ্য পদক অর্জন করে
2013: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সংশোধন) আইন, ২০১৩ প্রণীত হয়
2014: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়কে একীভূত করে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে পরিণত করা হয়
2014: দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত PP-14 এ দ্বিতীয়বারের মত পূনঃনির্বাচিত হয়।
2015: ৯ সেপ্টেম্বর টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর যাত্রা শুরু করে।
2015: বাংলাদেশ পোস্ট অফিস (গেজেটেড ও নন-গেজেটেড) নিয়োগ বিধিমালা ২০১৫ জারিকরণ
2016: তুরস্কের ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়নের ২৬তম কংগ্রেসে বাংলাদেশ পোস্টাল অপারেশনস কাউন্সিলের সদস্যপদে নির্বাচিত হয়
2016 থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ITU Telecom World, 2016-এ 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট' উৎক্ষেপণ প্রকল্প-এর Recognition of Excellence Award লাভ
2017: ১৫ আগস্ট বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিঃ যাত্রা শুরু করে।
2017: গ্রামীণ জনগণের নিকট বহুমাত্রিক ডিজিটাল সেবা পৌঁছে দেয়ার স্বীকৃতিস্বরূপ ডাক অধিদপ্তর এশিয়ান-ওসেনিয়ান কম্পিউটিং ইন্ডাস্ট্রি অর্গানাইজেশন (ASOCIO) হতে ASOCIO-2017 Digital Government Award লাভ করে
2018: বাংলাদেশে ফোর-জি/এলটিই সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে গ্রামীণফোন লিঃ, রবি আজিয়াটা লিঃ, বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশন্স লিঃ এবং টেলিটক বাংলাদেশ লিঃ এর অনুকূলে লাইসেন্স প্রদান করা হয়।
2018 : ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ প্রণীত হয়
2018: National Telecommunication Policy, 2018 প্রণীত হয়
2018: ১২ মে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ মহাকাশে উৎক্ষেপণ করা হয়
2018: বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিঃ 2018 ASOCIO ICT Award -এ Outstanding ICT Company Award এর সম্মাননায় ভূষিত
2018: জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালা, ২০১৮ প্রণীত হয়
2019: ২ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর মাধ্যমে বেসরকারি টিভি চ্যানেলসমূহের বাণিজ্যিক সম্প্রচার উদ্বোধন
2019: টেলিযোগাযোগ খাত ও ডিজিটাইজেশনে সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ 'দ্য আইটিইউ টেলিকম ওয়ার্ল্ড অ্যাওয়ার্ড ২০১৯ সার্টিফিকেট এপ্রিসিয়েশন' এবং 'দ্য আইটিইউ টেলিকম ওয়ার্ল্ড অ্যাওয়ার্ড ২০১৯ রিকগনিশন অব এক্সিলেন্স' পুরস্কার লাভ করে

2020: ডিজিটাল নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০২০ প্রণীত হয়

2021: ২৭ মে আগাগোঁও-এ ডাক অধিদপ্তর নবনির্মিত ভবনে স্থান্তরিত হয়

2021: বিশ্বের অন্যতম সম্মানজনক পুরস্কার 'ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটি (WSIS) পুরস্কার-২০২১ প্রতিযোগিতার অ্যাকশন লাইন সিফাইভ ক্যাটাগরিতে বিজয়ী। (Category 5, Action Line C5: Building confidence and security in use of ICTs)

2021: Universal Postal Union (UPU) নির্বাচনে বাংলাদেশ Council of Administration (CA) এর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজয়ী হয়

2021: ১২ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে সন্ধ্যা ৭.০০ টায় হোটেল রেডিসনে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো 5G নেটওয়ার্ক সেবা উদ্বোধন

2021: সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল বিধিমালা, ২০২১ প্রণীত হয়

2021: বিশ্ব ডাক সংস্থা Universal Postal Union (UPU) আয়োজিত ৫০ তম পত্র লিখন প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের মেয়ে কিশোরী নুবায়শা ইসলামের স্বর্ণপদক লাভ।

সংযুক্তি: ০২

প্রশিক্ষণার্থী তালিকা

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের ১০ম গ্রেড হতে ২০তম গ্রেডের কর্মচারী (১ম ব্যাচ: ২১-২৫ অক্টোবর ২০২২)

১	মিসেস আফতাবুন নাহার, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
২	জনাব কাজল ভৌমিক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
৩	জনাব মো: এনামুল হক, প্রশানিক কর্মকর্তা, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
৪	জনাব মোঃ কামরুল হাসান, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
৫	মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
৬	জনাব মুহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
৭	জনাব মোঃ আব্দুল হান্নান, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
৮	জনাব ছানাউল ইসলাম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
৯	তারতিলা তাসমিন, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
১০	জনাব মো: কবির হোসেন, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
১১	জনাব মো: নুরুল ইসলাম, সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
১২	জনাব নজরুল ইসলাম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
১৩	জনাব এইচ,এম কামাল, অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
১৪	জনাব মো: জুম্মন হোসেন রাববী, অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
১৫	জনাব ফেরদৌস হাসান, সাঁটমুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পি:অপা: , ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
১৬	জনাব ফরিদা কুলসুম, সাঁটমুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পি:অপা:, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
১৭	জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, কম্পিউটার অপারেটর, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
১৮	জনাব এম. আর. এম ওয়ালিউজ্জামান, অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
১৯	জনাব মোঃ আরিফুর রহমান চৌধুরী, অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
২০	জনাব স্নিগ্ধা ত্রিপুরা, অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

২১	জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম, অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
২২	জনাব সমর মজুমদার, অফিস সহায়ক, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
২৩	জনাব মোঃ আতিকুর রহমান, অফিস সহায়ক, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
২৪	জনাব এস. এম খালেদ মাসুদ, অফিস সহায়ক, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
২৫	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, অফিস সহায়ক, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

প্রশিক্ষণার্থী তালিকা

(২য় ব্যাচ ব্যাচ: ১১-১৫ নভেম্বর ২০২২)

১	জনাব আবুল হাসেম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
২	জনাব মোঃ আব্দুস সামাদ সেখ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
৩	জনাব রোকেয়া আক্তার, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
৪	জনাব গাজী নাসির উদ্দিন, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
৫	জনাব মোঃ সাবিদুর রহমান, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
৬	জনাব ইমরান হোসেন, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
৭	জনাব তোফাজ্জেল হোসেন, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
৮	জনাব মো: হুমায়ুন কবির মল্লিক, অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
৯	জনাব মো: আবুল কালাম আজাদ, অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
১০	জনাব সুব্রত চক্রবর্তী, অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
১১	শেখ আজগার আলী, অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
১২	জনাব মোঃ ইমরান নাজির, সাঁটমুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পি:অপা: , ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
১৩	জনাব তরিকুল ইসলাম, সাঁটমুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পি:অপা: , ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
১৪	জনাব মোঃ খালিদ হাসান, কম্পিউটার অপারেটর, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
১৫	জনাব মোঃ আশিকুল ইসলাম, কম্পিউটার অপারেটর, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
১৬	জনাব মোঃ বাহার উদ্দিন, অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
১৭	জনাব সারোয়ার হোসাইন, অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
১৮	জনাব মো: মাকসুদুর রহমান, ক্যাশ সরকার, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
১৯	জনাব মো: লুৎফর রহমান, ফটোকপিয়ার অপারেটর, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
২০	জনাব মো: আবদুল মোমিন, অফিস সহায়ক, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
২১	জনাব মোঃ আশরাফুল ইসলাম, অফিস সহায়ক, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
২২	জনাব লিপন মন্ডল, অফিস সহায়ক, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
২৩	জনাব মমতা জামান অন্তরা, অফিস সহায়ক, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
২৪	জনাব হরি শংকর রায়, অফিস সহায়ক, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

মনীষী বাক্য

কারা জ্ঞানী ? তারা যারা যা জানে তার প্রয়োগ করে। -আল হাদিস (বুখারী শরীফ)

মানুষের জন্য সবচেয়ে কঠিন কাজ হচ্ছে মানুষ হওয়া।
(The toughest task of a human is to humanisde)

দুনিয়ার সবচেয়ে কঠিন কাজ হচ্ছে নিজেকে সংশোধন করা এবং সবচেয়ে সহজ কাজ হচ্ছে অন্যেও সমালোচনা করা।-হযরত আলী

যার যে কাজ, সে কাজটি সর্বোত্তমভাবে করার নামই সর্বোচ্চ দেশপ্রেম- সক্রেটিস

গতকাল আমি চালাক ছিলাম, আমি পৃথিবী পরিবর্তন করতে চেয়েছি। আজ আমি জ্ঞানী হয়েছি-আমি নিজেকে পরিবর্তন করছি। -রুমি